কয়েক ঘন্টা

-খুব কষ্ট হলেই নিজেকে নিয়ে হেসো। একটা আলাদা ঘরে চুপচাপ বসে নিজেকে নিয়ে প্রবল ঠাট্টা কোরো। দেখবে মন ভাল হয়ে যাবে।

মুচকি হেসে কাঁধের ব্যাগটা ভাল করে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল সোনালি। অরিন্দম একবার ট্যাক্সির পিছনের কাচের ভিতর থেকে হাত নাড়ল। হয়তো দেখতে পেল না সোনালি। কিন্তু হাত নাড়ল মনে হল। কাকে হাত নাড়ল? অরিন্দমকে না কি অরিন্দমের মতো দেখতে কাউকে! মনে বেশ ধোঁয়াশা নিয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল। সামনে রাতের কুয়াশা ভেজা রাস্তা। এখান থেকে একদম সোজা চলে গেলে যশোর রোড। তারপর বাঁদিকে যশোর রোড ধরে কিছুক্ষণ এগোলেই বাড়ি। একটা বন্ধ দরজা। তার হরেক রকম চাবি। দরজা খুললেই অন্ধকার ঘর। একলা ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ। অরিন্দম আজ কিছু না খেয়েই ঢুকে পড়ল বাড়িতে। কেমন সব কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে! এই কাউকে পিছনে ফেলে চলে আসতে ভীষণ কষ্ট হয়। নিজের উপর বেশ হাসি পেল এই বার। কেন যে এরকম দুর্বলতা আসে! এরকম নির্ভরতা আসে! এটা কি ভালবাসা? নির্ভরতার সুযোগ না থাকলেও কি এই ভালবাসা হতে পারত? আর যদি তাই হতো তাহলে কি এতো কথা বলার কারণ থাকত! একটা পাতি প্রেমিকের মতো নিজেকে মনে হচ্ছে অরিন্দমের। এই জন্যই কি সোনালি ওকে বলল নিজেকে নিয়ে হাসতে! না, সেরকম ইঙ্গিতে বলার মেয়ে নয় সোনালি। কিন্তু কথাটা মিথ্যে বলেনি। বড্ড বেশি সিরিয়াসলি নিজের ইমোশানগুলি নিয়ে ভাবছে অরিন্দম। আনবেয়ারেবল্। হরলিকস্-এর গ্লাসটা তুলে নিয়ে নিজের মধ্যেই কথাগুলো বলল অরিন্দম। আনবেয়ারেবল্টা কে? অরিন্দম নিজেই তো! হ্যাঁ আমিই তো, আনবেয়ারেবল্। নিজের ষাট দশকের মতো ইমোশানাল ব্যাপারস্যাপার অন্যের ঘাড়ে চাপাবার মানেই হয় না। সফট্ বন্ধুত্ব, গভীর বন্ধুত্ব - হয়তো এসবই সত্যি। কিন্তু এই প্রেমে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একদমই নেওয়া যায় না। আচ্ছা এইসময় একটু বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? এই রাত্রিবেলা? পাড়ার কুকুরগুলো ওকে চেনে, চ্যাঁচাবে বলে মনে হয় না। আর আছে পুলিশ। না, তাদের সঙ্গেও চেনাশোনা আছে। আর চোর- গুন্ডা? দূর! দরজায় তালা মেরে বেরিয়ে পড়ল অরিন্দম। রাত এখন আর নিশুতি হয় না কোথাও। প্রতিটিই বাড়িই কোনও না কোনও ভাবে জেগে। কোথাও না কোথাও জেগে আছে। কেউ না কেউ জেগে আছে। আর যারা জেগে আছে তারা নিশ্চয়ই মাঝরাস্তায় নেমে পড়েছে তারই মতো কখনও। আবার ভাবনার মিডিওক্রেসি। নিজেকে চেনাটাও ভাল করে হয়নি। নিজের মতো করে বাকি সকলকে কী সুন্দর একই তাঁবুর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে অরিন্দম! এক্কেবারে বাঙালি স্টাইল। ভাল করে ঘুম না হওয়া, হজম না হওয়া বাঙালি স্টাইল। একটু একটু করে অরিন্দম চলে এল একেবারে মোড়ের মাথায়। এ বার কি করবে? এ বার কি করবে তুমি? সোনালিকে একটা এসএমএস করল। জবাব যথারীতি নেই। জবাব আসার কথাও নয়। তার যে এতো কথা বলার থাকে এ তো সবার জানার কথা নয়। আর কী অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব! তার খুব বেশি কথা বলারও থাকে না। যা বলার থাকে তা বলা হয়ে ওঠে না। কী বলবে অরিন্দম? এই রাতের বেলায় শুকনো অন্ধকার মাখা রাস্তায় চলতে চলতে যা যা মনে হচ্ছে তা কী আদৌ বলা যায় কাউকে? বা সেই ভাষাটা তার এখনও আসেনি যেখানে সে নিজের কথা এ ভাবে বলতে পারে কাউকে। হয়তো সোনালিরও তাই। সোনালিও হয়তো বলতে পারে না তাকে! তাহলে প্রবলেমটা আদতে কোথায়? কথার সঙ্গে কথার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া বা না পাওয়া নিয়ে। কিংবা নয়! হাঃ! বেশ হাসি পেল অরিন্দমের। তাহলে যাবতীয় যা কিছু সবই দাঁড়িয়ে আছে তার নিজের ভাবনার উপর। সোনালিকে সেরকম ভাবনায়ই দেখতে চাইছে অরিন্দম, যে রকম ভাবনায় সোনালিকে পাওয়া যেতে পারে! অর্থাৎ তার নিজের ভাবনায়! আবার হাসি পেল অরিন্দমের। এই ভালবাসা তাহলে তার নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ভালবাসা। সোনালিকে খোঁজার ভালবাসা নয়!

মোড়ের মাথার দোকানটা এখনও খোলাই আছে। দেখি চা পাওয়া যায় কি না! রাত্রিরের যে কোনও দোকান ভীষণ রহস্যময়। কেন তারা খোলা রাখে আর কেনই বা রাখে না সকালবেলা এটা এখনও তার কাছে পরিষ্কার হয়নি। একটু এগিয়ে দেখবে নাকি?

অরিন্দমের সাড়া পেয়ে দোকানটার সামনে বসে থাকা কুকুরটা অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠলো। বেরিয়ে এল এক মধ্যবয়সী মহিলা। সকালবেলা কখনও তাকে দেখেনি বলেই চিনতে পারল না অরিন্দম।

-একটু চা পাওয়া যাবে?

-এতো রাতে চা?

-যদি পাওয়া যেত তবে বেশ হতো, দেখুন না বৌদি!

-বাড়িতে কি কারুর কিছু হয়েছে বাবা?

- না তো!

- কিছু একটা তো হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে।

- কী যে বলেন বৌদি!

- তাহলে এতো রাতে?

- আপনিও তো দোকান খুলে রেখেছেন এতো রাতে।

-সে তো বাবা ওদের জন্য।

- ওদের জন্য?

- আরে পাশেই নার্সিং হোম না? মাঝেমধ্যেই তো কেউ না কেউ চিরদিনের জন্য চলে যায়। তাদেরও পৌঁছে দেওয়ার জন্য তো থাকে কেউ কেউ।

- কারা?

- যারা শ্মশানে নিয়ে যায়?

- তারা এই রাতে...

- আরে অনেকে লোক জোগার করতে পারে না। ওই দেখো মোড়ের মাথায় একটা ঠেক আছে। শিবমন্দিরের পিছনে। ওরা বসে আছে...

- কেউ মারা যাবে বলে?

- হ্যাঁ। কেউ না কেউ তো মারাই যায়। তাদের জন্য।

মৃতদের জন্য এই প্রথম আত্মীয়তা অনুভব করল অরিন্দম। তাদেরও নির্ভরতার লোক চাই। এও কি একবকমের প্রেম? মানুষের শেষযাত্রার জন্য অপেক্ষা করে থাকা মানুষের প্রেম? নির্ভরতার হিসেবগুলো যে কোথায় লেখা থাকে তা সত্যিই রহস্যময়। বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। নিজের মনেই খুব নিজের জন্য হাসি পাচ্ছে অরিন্দমের। অরিন্দম আবার হাঁটতে শুরু করল। রাতের মাঠটা অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার হয়ে আছে। এখন সব সবুজ ঘুমিয়ে পড়েছে। সোনালিও ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সময় হাসা যায়। মাঠের মাঝখানে তার হাসি কেউ শুনতে পাবে না। কোনওদিনই শুনতে পাবে না। শুনতে পাওয়ার কথাও নয়।

সোনালিও কি কোথাও একলা একলা হেসে উঠছে আর কেঁদে উঠছে কোনও অজ্ঞাত কারণে যা অরিন্দম কোনওদিন জানার চেষ্টাই করে নি!

কে অরিন্দম আর কেই বা সোনালি? হয়তো কোথাও ভাললাগাটুকু আছে। অরিন্দমের এই আঁকড়ে ধরা— এ কী সত্যিই ভালবাসা? না কি শ্মশানযাত্রীর নির্ভরতা? অরিন্দম জানে না। কোথা থেকে এসেছে তারা দুজনে? কোথায় দেখা হয়েছে? হয়তো দেখা হওয়ারই ছিল। হয়তো ওই অন্ধকার মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে সোনালি। হয়তো সোনালিও কখনও নিজের একলা ঘরে বসে হেসে উঠছে নিজের জন্য। আর হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে তার। অরিন্দম তো কাঁদতেও পারে না। কোথায় ফিরছ অরিন্দম? কার সঙ্গে ফিরছ? চমকে তাকায় অরিন্দম। না , পিছনে তো কেউ নেই। কিন্তু অদ্ভুত রাতপাখির গানের মতো ডুকরে ডুকরে উঠছে সেই কথা। কোথায় ফিরছ? কোথায় ফিরছ? গাঢ় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে অরিন্দম অনুভব করল এই প্রথম, জীবন খুব সুন্দর। সুন্দর হবে কালকের নীল আকাশ। সুন্দর একদম চুপচাপ থাকা মানুষের না বলা কথাগুলো। সুন্দর দীর্ঘনিঃশ্বাস। আরও সুন্দর চোখের জল। কতো দিন হয়ে গেল অরিন্দম তা দেখেনি।

সোনালিকে ভালবাসতে পারেনি অরিন্দম। এ বার হয়তো পারবে। কারণ অরিন্দম এখন জানে সোনালির নীরবতাগুলোও সত্যি খুব সুন্দর। এমনকী যদি কোনওদিন আর সোনালির সঙ্গে দেখা না হয়, তাহলেও তার সঙ্গে দেখা হতে পারে। নিজেদের নির্জনতায়, যখন আর কোনও দুঃখের কথা নেই। যখন কোনও নির্ভরতা নেই। নিজেদের প্রতি হাসতে হাসতে ফিরে যেতে যেতে যখন কোথাও কোনও কষ্ট নেই। বিদায়ের রুমাল নাড়ানো নেই।

- আই নো ইউ নো মি। ইউ নো আই নো ইউ। দ্যাটস অল।

এসএমএস পাঠিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অরিন্দম। যদিও কথাগুলো সত্যি নয়। কিন্তু জীবনের জন্য গল্প তৈরি করতে হবে! গল্প না হলে জীবন কোথায়? কে বলতে পারে এই এসএমএস-এর পর থেকে হয়তো আর জীবনে দেখা হবে কি না অরিন্দমের সোনালির সঙ্গে!

নিজেকে মার্ডারের মতো ভাবতে ভাবতে অরিন্দম অপেক্ষা করতে লাগল একটা সুন্দর সকালের।

হিন্দোল ভট্টাচার্য
কালিন্দী এনক্লেভ, ফ্ল্যাট ২এ, ৪৭৬, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু সরণি, কলকাতা-৩০